সংবাদ

তারিখ 06 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২

সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানোন্নয়ন

এক যুগেও বাস্তবায়ন হয়নি ইউজিসির সুপারিশ

আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও উদাসীনতা দায়ী

রাকিব উদ্দিন

প্রায় এক যুগেও ইউজিসি'র অধিকাংশ সুপারিশই বাস্তবায়ন হয়নি। দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়ন, গুণগত বিকাশ, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, গবেষণা কার্যক্রম, আধুনিকায়ন, কারিকুলাম যুগোপযোগীকরণ, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন ও সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সমন্বিত সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করতে প্রায় এক যুগ ধরে বিভিন্ন সুপারিশ করে আসছে 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' (ইউজিসি)। কিন্তু সরকার সংস্থাটির এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে জোরালো কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।

সংস্থাটি দেশের পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দেখভাল, মানসম্মত ও যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মঞ্জুরি কমিশন এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. একে আজাদ চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'সব সুপারিশ বাস্তবায়ন হয় না- এটা ঠিক নয়। আমি ও ইউজিসির সদস্যরা পাল্লা দিয়ে চেষ্টা করছি উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে।'

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা বলছেন, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের বেপরোয়া শিক্ষাবাণিজ্য ও ক্ষমতার

সুপারিশ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

সুপারিশ : ইউজিসির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দাপট, ইউজিসি'র উদাসীনতা ও জনবল স্বল্পতার কারণে ইউজিসির সব সুপারিশ বাস্তবায়ন করা যায় না। আবার বাস্তবতা ও সরকারের অবস্থান বিবেচনায় না নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদনে অপ্রাসঙ্গিক সুপারিশও করছে সংস্থাটি। 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' পাস সরকারের সদিচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সংস্থাটি এই বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে বলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান।

ইউজিসির সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১২ সালে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ লাখ ৩ হাজার ৬৫৩ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল। এর মধ্যে ৯২ হাজার ৭৪৭ জন স্নাতক পাস, এক লাখ ২৮ হাজার ৪৮১ জন স্নাতক সম্মান এবং ২১ হাজার ৩৮০ জন কারিগরি স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া এক লাখ ১৯ হাজার ৮৯৪ জন মাস্টার্স ডিগ্রি, ২ হাজার ৩৮৫ জন মাস্টার্স (কারিগরি) এবং এক হাজার ৭৬৩ জন এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট অর্জন করেন দুই হাজার ৩৩৫ জন।

কারিকুলাম : ইউজিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত কারিকুলাম উন্নতমানের। এরপরও শিক্ষার মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ থেকে পাস করা স্নাতকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কারিকুলাম নিয়মিত পর্যালোচনা ও সংশোধনের রীতি প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কারিকুলাম প্রথমবার কমিশন কর্তৃক অনুমোদন নেয়া বাধ্যতামূলক হলেও পরবর্তীতে পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হয় কিনা সেই বিষয়টি নিশ্চিত নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন।

অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল : শিক্ষার মান মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠনের জন্য একটি খসড়া নীতিমালা কমিশন কর্তৃক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। এই খসড়া নীতিমালা পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠার জন্য তিন বছর ধরে সরকারের নিকট সুপারিশ করা হয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য কারিকুলাম 'অ্যাক্রিডিটেশন' বাধ্যতামূলক না হলেও শিক্ষার্থীদের স্বার্থ বিবেচনা করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কারিকুলাম অ্যাক্রিডিটেশন-এর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এটি বাস্তবায়নেও গড়িমসি চলছে।

গবেষণা : একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং উন্নত বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যুগের চাহিদার নিরিখে আধুনিক ল্যাবরেটরিসমৃদ্ধ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বিদ্যমান ল্যাবরেটরি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউটসমূহকে সুসংহত ও আধুনিকায়ন আবশ্যক এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্ব-উদ্যোগে ল্যাবরেটরি স্থাপন বা উন্নয়নে সরকারি সহযোগিতার পাশাপাশি শিল্প-কারখানা ও ব্যবসাভিত্তিক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে গবেষণামূলক কাজে সম্পৃক্ততা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া দরকার বলেও ইউজিসি মনে করে।

এসব বিষয়ে কমিশন মনে করে যে, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করার লক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ন্যানোপ্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজি/ইঞ্জিনিয়ারিং, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, পৎসম্পদ, ভূমি ও পানিসম্পদ, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বনসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, খনিজসম্পদ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও গ্যাস উত্তোলন, সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও নার্সিং, চর্মশিল্প, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফ্যাশন ডিজাইন, অ্যাপারেল ম্যানুফেকচারিং, সিরামিক, ফার্মাসিউটিক্যালস, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেরিন আর্কিটেকচার, মেরিন বায়োলজি, সামাজিক বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, সুগোপ ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চালু এবং উদ্ভাবিত জ্ঞান জাতীয় উন্নয়নে প্রয়োগের লক্ষ্যে জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যক।

সমন্বিত পদ্ধতি : অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি কোর্স চালু রয়েছে। তবে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক পদ্ধতি এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে তিনটি সেমিস্টার পদ্ধতিও চালু রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতি এবং সিলেবাসের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে শিক্ষার্থীরা 'ক্রেডিট' স্থানান্তরের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তনের সুযোগ পায়।

পরীক্ষা পদ্ধতি : পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের অর্জিত ডিগ্রির মান নির্দেশে মুখ্য ভূমিকা রাখে। কিন্তু মঞ্জুরি কমিশন লক্ষ্য করছে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। দেশের পুরনো খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাচীন 'দুই পরীক্ষক' পদ্ধতি চালু রয়েছে। এই পদ্ধতিতে কোর্স শিক্ষক ব্যতীত একজন বহিঃস্থ শিক্ষক পৃথকভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন। যেহেতু উত্তরপত্রে কোন ধরনের চিহ্ন প্রদান নিষিদ্ধ, তাই একদিকে মূল্যায়ন-প্রক্রিয়া যেমন কঠিন, তেমনি মূল্যায়নে দায়িত্বশীলতাও নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এমনও তথ্য রয়েছে যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স শিক্ষকই একমাত্র প্রশ্নপত্র প্রণেতা এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নকারী। এই ধরনের পদ্ধতিতে একজন বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রশ্নপত্রের মান এবং মূল্যায়নের যথার্থতা যাচাইয়ের পদ্ধতি প্রবর্তন করা আবশ্যক।

উচ্চশিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ : দেশে উচ্চশিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের ১ শতাংশ। এই বরাদ্দ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে না। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রস্তাবিত বাজেট সংশোধন করে যে চূড়ান্ত বাজেট সরকারের নিকট পেশ করে, সেটিও বহুলাংশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশোধন করে দেয়। ফলে মঞ্জুরি কমিশনের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ন্যূনতম চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ন্যূনতম চাহিদা মেটাতেও প্রায় ৭০ কোটি টাকা ঘাটতি থাকে। কাজেই জাতীয় বাজেটে উচ্চশিক্ষা খাতে বরাদ্দ চিহ্নিত করে মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক চাহিদার অর্থ সংস্থানের দাবি জানায় ইউজিসি।

আবাসিক হলে সিট ভাড়া বৃদ্ধি : সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পক্ষে নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। আয় বৃদ্ধির সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে ছাত্র বেতন ও আবাসিক হলে সিট-ভাড়া বৃদ্ধি। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বিধাবোধ করেন। ছাত্র বেতন থেকে যে আয় হয় এবং তা সংগ্রহে যে ব্যয় হয়, তা আয়ের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই বেশি। এ জন্য ছাত্র বেতন এবং আবাসিক হলে সিট ভাড়া বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

শিক্ষকদের জবাবদিহিতা : সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের যোগ্যতা সাধারণ বিবেচনায় অত্যন্ত উঁচু মানের। বেশিরভাগ শিক্ষকই নিষ্ঠাবান। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ আছে। অনেক শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস না নিয়ে কিংবা শিক্ষার্থীদের পূর্বাহ্নে কোন নোটিশ না দিয়ে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেন। এমনকি ব্যবহারিক ক্লাসেও গপেষ্ট সময় উপস্থিত থাকেন না। একজন শিক্ষককে প্রতি সপ্তাহে কত ঘণ্টা ক্লাস নিতে হবে, এ ব্যাপারে নিজস্ব নিয়ম থাকলেও এর সঠিক বাস্তবায়ন হয় না এবং এর সঠিক ব্যাখ্যাও নেই। তাই শিক্ষকদের দায়িত্ব, প্রতিপালন এবং নৈতিক আচরণের ওপর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ বাঞ্ছনীয় বলে মঞ্জুরি কমিশন মনে করে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তর : স্বাধীনতার পর দেশে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ধিত কলেবর ও উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার জন্য মঞ্জুরি কমিশনের দায়িত্ব অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে আইনগতভাবে অধিকতর কার্যকর ও শক্তিশালী সংস্থায় রূপান্তর জরুরি। পাশাপাশি এর ভাবমূর্তি, স্বায়ত্তশাসন, মান-মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে একটি পূর্ণ স্বাধীন সংবিধিবদ্ধ উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের জন্য এর রূপরেখাসহ একটি প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

ভর্তি পদ্ধতির সংস্কার : দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রথম বর্ষে ভর্তির প্রক্রিয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ভর্তি পরীক্ষাসমূহ কেবলমাত্র বোর্ড-পরীক্ষার একটি অতিসংক্ষিপ্ত রূপ এবং এই পরীক্ষার গুণগতমান বর্তমানে প্রশ্নবিদ্ধ। একাধিক ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুল ধরা পড়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীগণ এক ঘণ্টার সংক্ষিপ্ত ভর্তি পরীক্ষায় যদি কোন কারণে ভালো ফল অর্জন করতে না পারে, সেক্ষেত্রে ওই শিক্ষার্থীগণ কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ লাভে ব্যর্থ হয়, যা তাদের প্রতি অবিচার বলে কমিশন মনে করে। কমিশন প্রচলিত ভর্তি পরীক্ষার বিকল্প উদ্ভাবন করে ভর্তি প্রক্রিয়ার আমূল সংস্কারের সুপারিশ করছে।

এছাড়াও মাস্টার্স পর্যায়ে ডিগ্রি প্রোগ্রাম কেবলমাত্র উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা সমন্বিত প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সীমিত রাখার লক্ষ্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আহ্বান জানায় সংস্থাটি। সেরা মেধাবী স্নাতকদের দেশেই পোস্টগ্রাজুয়েট শিক্ষা গ্রহণে আকৃষ্ট করতে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন এবং তাদের জন্য আকর্ষণীয় বৃত্তি প্রবর্তন প্রয়োজন। পরীক্ষা পদ্ধতি যুগোপযোগী করে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিশ্চিত করা জরুরি। মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি প্রবর্তন করা প্রয়োজন, যাতে বৃত্তির অর্থে তার পড়াশোনার ব্যয় মেটানো যায়।

উচ্চশিক্ষার ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক বিস্তারের স্বার্থে যে সকল জেলা শহরে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সে সকল জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিজ নিজ বাজেট বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রণীত আর্থিক নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, তার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা ও এর উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক ভূমিকা রাখার জন্য বেসরকারি বিশ্ব[illegible] বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, পরিবেশ বিজ্ঞান, [illegible]প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে কোর্স/প্রোগ্রাম এবং [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি-না, তা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের সুপারিশ করেছে মঞ্জুরি কমিশন।